সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তার পরিবার, তার সাহাবা এবং তার আনুসারীগণের প্রতি। অতঃপর,

আমরা ঈমান আনি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া ইবাদতের হক্বদার কেউ নেই। তাওহীদের কালিমা যা সাব্যস্ত করে আমরা তাঁর ব্যাপারে তাই সাব্যস্ত করি এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করি না। এভাবেই আমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর উপর ঈমান আনি, একমাত্র তাঁরই উপর এবং কোন শরিক ব্যতীত, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এটাই দ্বীনের সকল বিষয়ের কেন্দ্র। যিনিই এই কালিমার ঘোষণা দেন, এর শর্তসমূহ পূরণ করেন এবং এর হক্ব আদায় করেন তিনিই একজন মুসলিম। আর যে এর শর্তসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা কোন ঈমান ভঙ্গকারী বক্তব্য বা কাজ করে সে একজন কাফির, এমন কি যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে।

আমরা এই বিষয়ে ঈমান আনি যে আল্লাহ ﷻ হলেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং (সকল বিষয়ের) পরিচালক, তিনি সব কিছু করতে সক্ষম, তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, সর্বোচ্চ এবং নিকটতম। "কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" [আশ-শূরা: ১১] আমরা তার ﷻ এর নাম অথবা সিফাতের ব্যাপারে গোমরাহির অনুসরণ করি না। বরং, আমরা সেই বিষয় সমূহে ঠিক তেমন ভাবেই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করি যেমনটি কিতাবুল্লাহ এবং সহীহ হাদিসে এসেছে। আমরা (তাঁর সিফাত সমূহের ব্যাপারে) এই বর্ণনা করি না যে তা "কেমন", এর সাথে (আমরা সৃষ্টিকুলের কিছুর) তুলনা করি না, এর কোন বাতিল ব্যাখ্যা দেই না, আর কোন অর্থকেও অগ্রাহ্য করি না।

আমরা ঈমান আনি যে মুহাম্মাদ ﷺ সমস্ত মানব এবং জ্বিন জাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং তাকে অনুসরণ করা ফরয। তিনি যা যা আদেশ করেন তার সব কিছু অনুসরণ করা আবশ্যক এবং তিনি আমাদের যা যা অবগত করেছেন সব সত্য বলে ঘোষণা করা এবং মেনে নেয়া ফরয। "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [আন নিসা: ৬৫] আমরা আল্লাহর এই আয়াতের বাস্তবায়ন করি।

আমরা আল্লাহর সম্মানিত ফিরিস্তাগণের প্রতি ঈমান আনি এবং স্বীকার করি যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না এবং তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তা সম্পাদন করেন। এবং আমরা আরও ঈমান আনি যে, তাদের ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাদের ঘৃণা করা কুফরি।

আমরা ঈমান আনি যে, কোরআন – আক্ষরিক এবং অর্থগতভাবে – আল্লাহর কালাম, তা আল্লাহর সিফাত সমূহের একটি এবং তাঁর সৃষ্টি (মাখলুক) নয়। সেহেতু একে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা, এর অনুসরণ করা এবং বিধানকে বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।

আমরা আল্লাহর ﷻ সকল নবী এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনি, যাদের প্রথম হলেন আদম عليه السلام এবং শেষ মুহাম্মাদ ﷺ, তারা পরস্পর প্রিয় এবং ভাই-ভাই। তাদের আল্লাহর তাওহীদের রিসালাহ সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমরা ঈমান আনি যে, সুন্নাহ হলো ওহীর দ্বিতীয় প্রকার এবং তা

কোরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং এর অর্থকে পরিষ্কার করে। আমরা কোন সহীহ হাদিসের উপর অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেই না, সে যেই হোক না কেন, এবং আমরা ছোট-বড় সকল প্রকার বিদাআতকে বর্জন করি।

আমাদের নবী ﷺ কে ভালোবাসা ওয়াজিব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি পন্থা। তাকে ঘৃণা করা কুফর এবং নিফাক্ব। এবং আমাদের নবী ﷺ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার কারণেই আমরা তার পরিবার অর্থাৎ "আহলুল বাইত" এর সদস্যদের ভালোবাসি। আমরা তাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না, আমরা তাদের কোন অপবাদও দেই না... আমরা আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে, তিনি যেন সকল সাহাবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমরা তাদের প্রত্যেককে বিশ্বাসযোগ্য বলে সাব্যস্ত করি, আমরা তাদের ব্যাপারে শুধু উত্তম কথাই বলি। তাদের ভালোবাসা আমাদের কাছে ওয়াজিব এবং তাদের ঘৃণা করা নিফাক্ব। তাদের নিজের মধ্যে সংঘটিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা নীরবতা পালন করি কারণ তারা তাদের নিজেদের তাউয়িলের (ব্যাখ্যা) অনুসরণ করেছেন এবং তারা ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম।

আমরা ক্বদর এবং এর ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনি। এর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমরা ঈমান আনি যে সবকিছু তাঁর ইচ্ছার অধীন, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না, আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের সকল আমলের স্রষ্টা এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর বান্দারা তাদের আমল বাছাই করতে সক্ষম। এবং তাঁর বিচার এবং হুকুম তাঁর রহমত, অনুগ্রহ এবং ন্যায়পরায়ণতার বাহিরে যায় না।

আমরা এই মর্মে ঈমান আনি যে কবরের আজাব এবং নিয়ামত উভয়েই সত্য। আল্লাহ চাইলে শাস্তি যোগ্যদের শাস্তি প্রদান করেন এবং ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন হাদিস এবং আল্লাহর এই আয়াত, "আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।" [ইব্রাহীম: ২৭] এর ভিত্তিতে মুনকার আর নাকিরের বিষয়ে ঈমান আনি।

আমরা মৃত্যুর পর এবং কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের ব্যাপারে ঈমান আনি এবং এই ব্যাপারেও ঈমান আনি যে আল্লাহর বান্দা এবং তার আমলকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। আমরা বিচার দিবস, মিজান, হাউজে কাউসার, পুল-সিরাতের উপর ঈমান আনি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে মেলে নেই।

আমরা কিয়ামতের আলামত সমূহের উপর ঈমান আনি – যা নবী ﷺ এর সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আমরা ঈমান আনি আদম عليه السلام থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনাহ, অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনাহ উপর, ঈসা عليه السلام এর ফিরে আসা এবং ন্যায় পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার উপর এবং নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাহ ফিরে আসার উপর (আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে যা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে)।

আমরা এই বিষয়ে ঈমান আনি যে শাফায়াতকারীদের শাফায়াতের দরুন আল্লাহ একদল মুয়াহহিদিনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসবেন, একমাত্র তারই শাফায়াত গ্রহণ করা হবে যাকে আল্লাহ শাফায়াত

করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং যার শাফায়াতের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।

আমরা নবী ﷺ এর শাফায়াতের উপর এবং তাকে বিচার দিবসে মাকামে মাহমূদে স্থান দেয়ার ব্যাপারে ঈমান আনি।

আমার বিশ্বাস করি যে ঈমান হলো নিয়ত, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলের সমন্বয়, তা হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা। এই তিনটির যে কোন একটি বা দুটি পূর্ণ করা যথেষ্ট নয়... অন্তরের বিশ্বাস হল এর সাক্ষ্য এবং আমলের সমন্বয়। অন্তরের সাক্ষ্য হলো এর ইলম এবং স্বীকৃতি আর অন্তরের আমল হলো ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ'র মাধ্যমে তা হ্রাস পায়। সত্যবাদী নবী ﷺ অবগত করেছেন যে ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা এবং রাস্তা থেকে ক্ষতিকর কিছু সরানো হলো সর্বনিম্ন শাখা। ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে কিছু শাখা রয়েছে যা মৌলিক, অর্থাৎ যদি তা লোপ পায় তাহলে ঈমানও লোপ পায়, যেমন তাওহীদ, সালাত এবং এমন সকল অন্যান্য বিষয় যাকে শরীয়ত ঈমানের মৌলিক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করেছে এবং যা পরিত্যাগ করলে ঈমান হারিয়ে যায়। একইভাবে ঈমানের এমন অনেক শাখা যা পালন করা ওয়াজিব – যেমন ব্যভিচার, মদ, চুরি ইত্যাদি ত্যাগ করা – ঈমানের এই শাখাগুলো পরিত্যাগ করলে ঈমান হ্রাস পায়।

ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি গুনাহর কারণে আমরা মুসলিমদের ক্বিবলাহ'র দিকে সালাত আদায়কারী কোন মুয়াহহিদকে তাকফির করি না, যতক্ষণ না সেই এই বিষয়গুলোকে হালাল মনে করে। ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান চরমপন্থি খাওয়ারিজ এবং শিথিলতাপন্থী মুরজিয়াদের অবস্থানের মধ্যবর্তী।

আমরা বিশ্বাস করি যে কুফর হলো দুই প্রকার: ছোট এবং বড়। যারা কুফরি করে তাদের উপর কুফরের বিধান পতিত হয়, হোক তা অন্তরের বিশ্বাস বা বক্তব্য অথবা আমলের ক্ষেত্রে। তবে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির (কাউকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করা) করা এবং তার অনন্তকাল জাহান্নামে থাকার বিষয়টি তাকফিরের শর্ত পূরণ এবং এর নিরোধক বিষয় সমূহের অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আমরা যখন এমন কোন দলীল বর্ণনা করি যা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করে বা শাস্তির হুমকি প্রদান করে, তাকফির বা তাফসিক (কাউকে ফাসিক হিসেবে সাব্যস্ত করা) নির্ধারণ করে, তখন তা আমরা আম ভাবে বর্ণনা করি, আমরা এই আম ভাবে বর্ণিত দলীল সমূহকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করি না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে এই বিধান প্রয়োগের আবশ্যক বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, যার ব্যাপারে কোন বিরোধিতা নেই। আমরা সন্দেহের ভিত্তিতে বা মানুষের কোন আমলের অনাকাংখিত কোন ফল বা কারও কোন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুফরির সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করি না।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যাকে তাকফির করেছেন আমরাও তাকে তাকফির করি। একইভাবে যারাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করে তাকেও আমরা তাকফির করি, কারণ হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হোক আর না হোক এমন ব্যক্তি কাফির। কিন্তু আখিরাতে একমাত্র তারাই শাস্তি পাবে যাদের কাছে হুজ্জাহ পৌঁছেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, "একজন রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমরা কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।" [আল-ইসরা: ১৫]

এমন ব্যক্তি যে শাহাদাতাইন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) উচ্চারণ করে, বাহ্যিক ভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে এবং ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কিছুর সম্পাদন করে না, তাকে আমরা মুসলিম হিসেবেই গণ্য করি এবং তার গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেই। যে ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে ইসলামের রীতিনীতির অনুসরণ করে তার বিধান হলো সে একজন মুসলিম, কারণ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই তার বিচার করা হয় আর আল্লাহই তার গোপন বিষয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

আমাদের কাছে রাফিদা শিয়ারা হলো এমন ফিরকা, যারা শিরক, রিদ্দাহ এবং হিরাবাহ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে শসস্ত্র যুদ্ধ)-তে লিপ্ত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি কোন ভূমিতে কুফরের বিধান ক্ষমতাসীন হয় এবং ইসলামের বিধানের উপর কুফরের বিধান বলবৎ হয়ে যায়, তাহলে সে ভূমি হলো দারুল কুফর, কিন্তু এর ভিত্তিতে সেই ভূমিতে বসবাসরত সবাইকে তাকফির করিনা। আমরা গুলাতদের (দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনকারী) মত বলি না, "মানুষের আসল অবস্থা হলো যে তারা সম্পূর্ণ কাফির", বরং প্রত্যেক মানুষ তার নিজেরে অবস্থা অনুসারে মূল্যায়ন করা হবে এবং মানুষের মধ্যে মুসলিম এবং কাফির দুই ধরণের লোকই আছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্র ও সকল প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতা – যেমন জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, কমিউনিজম এবং বাথিজম – পরিষ্কার কুফর যা একজনের ইসলামকে বাতিল করে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

ফজিলতপূর্ণ প্রথম তিন প্রজন্মের সালাফে সালেহিনগণের বুঝ অনুসারে কোরআন এবং সুন্নাহই হলো আমাদের দলীল সমূহের উৎস।

মুসলিমদের মধ্য থেকে সৎ, গোনাহগার বা অবস্থা সম্পর্কে অনবগত যে কোন ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়াকে আমরা জায়েজ মনে করি।

ইমাম থাকুন আর না থাকুন, তিনি ন্যায়পরায়ণ হোন আর অত্যাচারী হোন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইমাম না থাকার দরুন জিহাদ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হবে না, কারণ তা করা হলে জিহাদের ফজিলত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যদি গণিমত পাওয়া যায়, তাহলে তা অর্জনকারীদের মধ্যে শরীয়ত অনুসারে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এমনকি যদি তিনি একাও হন।

মুসলিমদের রক্ত, সম্মান এবং সম্পদ আমাদের কাছে হারাম, তা থেকে একমাত্র তাই আমাদের জন্য হালাল হবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতিত বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি কুফফারদের মধ্য থেকে কোন আগ্রাসী শত্রু মুসলিমদের হুরমতের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তখন জিহাদ নিঃশর্ত ফরজে আইন (বা ব্যক্তিগত ফরজ) হয়ে যায় এবং কুফফারদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত যুদ্ধ করা হয়। তা এই কারণে যে, ঈমানের পর মুসলিমদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবি বিষয়ে ফাসাদ সৃষ্টিকারী আগ্রাসী দুশমনকে প্রতিহত করার চেয়ে আর বড় কোন ফরজ নেই।

ইজমা অনুসারে, রিদ্দাহ'র কুফর কোন কাফির আসলির (এমন কাফির যে কখনও ইসলামে প্রবেশ করে নি) কুফরের চেয়ে গুরুতর। সেই কারণে কাফির আসলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার

প্রদান করা হয়।

একজন কাফির কখনও ইমাম (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী) হতে পারবে না, আর যদি কোন ইমাম কুফরে পতিত হয় তাহলে তার ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার আনুগত্য করা আর আবশ্যক থাকে না। তদুপরি তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা, তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং একজন ন্যায় পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিমদের উপর সাধ্যানুযায়ি ওয়াজিব হয়ে যায়।

আমাদের দ্বীন হিদায়াত আনয়নকারী কোরআন আর নুসরত প্রদানকারী তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদের জিহাদ হলো তরবারি-বর্শা আর দলীল-হুজ্জাহ দ্বারা।

যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আহ্বান করে, আমাদের দ্বীনকে অপমান করে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের তরবারি উঁচু করে, তাকে আমরা মুহারিব (যুদ্ধরত শত্রু) বলে সাব্যস্ত করি।

আমরা মতপার্থক্য এবং বিভক্তিকে পরিত্যাগ করি, ঐক্যের দিকে আহ্বান করি এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি[১], কারণ তা মুসলিমদের উপর ফরজে কিফায়া। যদি তাদের একটি দল এই ফরজ আদায় করে তাহলে বাকিদের জন্যও তা আদায় হয়ে যায়। আমরা বিশ্বাস করি আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্দ এর বায়াত প্রাপ্ত মুসলিমদের ইমামের কথা শুনা এবং মান্য করা ওয়াজিব, তার আনুগত্যকে ত্যাগ করা জায়েজ নয়, আর এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। যদি কেউ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হবে এবং যদি তারা তার আনুগত্যে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। সুতরাং, "যারাই এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে তার কাঁধে আনুগত্যের বায়াত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।"

ইজতিহাদী মাসায়েলের জন্য আমরা কোন মুসলিমকে ত্যাগ করি না বা তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করি না।

আমাদের দৃষ্টিতে সকল উম্মাহ – এবং বিশেষ করে মুজাহিদিনদের – জন্য একটি ঝাণ্ডার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব।

মুসলিমরা হলো একটি উম্মাহ। তাকওয়া ভিত্তি ছাড়া তাদের মধ্যে অনারবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মুসলিমের রক্তের মূল্য সমান, তারা তাদের মধ্যে ন্যূনতম ব্যক্তির জন্যও দায়িত্বশীল আর আল্লাহ ﷻ আমাদের যে সকল নাম দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন আমরা সেগুলো থেকে মুখ ফিরাইনা।

আমরা আল্লাহর আউলিয়াদের আমাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করি এবং তাদের সমর্থন করি, আমরা আল্লাহর দুশমনদের দুশমন হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমরা মিল্লাতুল ইসলাম ছাড়া বাকি সব মিল্লাতকে অস্বীকার এবং অবিশ্বাস করি, এভাবেই আমরা কিতাব এবং সুন্নাহর পথে এগিয়ে চলি এবং বিদাআত ও গোমরাহির পথকে পরিহার করি।

---

১ বাংলায় অনুবাদকৃত এই লিফল্যাটটির আরবি সংস্করণ খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

مكتبة الهمّة

মাকতাবাহ আল হিম্মাহ
আদ দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ

এই আমাদের

আক্বিদাহ

এবং এই আমাদের

মানহায